গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ টা
স্থান	জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভা শুরুর প্রারম্বে যে সকল কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানানো হয়। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

ক্র.	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	**গতসভার (আগস্ট, ২০২১) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃ** গত সভার (আগস্ট, ২০২১) কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোনসংশোধনী না থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	আগস্ট, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

<table>
<tr>
<td>২.২</td>
<td>
নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

আগস্ট, ২০২১:
<table>
<tr><th>ক্র</th><th>গৃহীত কার্যক্রম</th><th>সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ</td><td>৪১৯টি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>‘Full Coloured Outdoor LED Display Billboard’ স্থাপন(ঢাকা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায়)।</td><td>৫টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণসহ গুরুত্বপূর্ণ কারাগারে কিয়স্ক স্থাপন।</td><td>৪৫৬টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস চলাকালীন মাদকবিরোধী শ্রেণি-বক্তৃতা।</td><td>১৪টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>মাদকবিরোধী অভিযান।</td><td>৬,৪৯৩টি</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>মামলার সংখ্যা।</td><td>১,৬১৮টি</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>আসামির সংখ্যা।</td><td>১,৭৬৬জন</td></tr>
</table>
*কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগস্ট, ২০২১-এ অনলাইন ক্লাস চলাকালীন সময়ে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে।

*মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কিত টিভিসি প্রস্তুত করে অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়কৃত ৫টি LED বিলবোর্ড এবং ৪৫৬টি কিয়স্ক এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক প্রচার হচ্ছে।
</td>
<td>
১) মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে;

২) মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্ঠির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণা মূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রকার গণমাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইনক্লাস চলাকালীন মাদকবিরোধী শ্রেণিবক্তৃতা, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শর্টফিল্ম বা ছোট ভিডিও ক্লিপস দেখানো অব্যাহত রাখতে হবে।

৫) অন্যান্য স্থানের মতো দেশের কারাগার গুলোতেও মাদক অনুপ্রবেশ বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

৬) মাদক মামলা দায়ের কালে শুধু মাদক গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু না করে, এর সাথে জড়িত মাদক সরবরাহকারী, মাদক পাচারকারী ও মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও যেন মামলা দায়ের করা হয় সে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

৭) মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে; এ সকল কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন আয়োজন করতে হবে।
</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।</td>
<td>১) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি পাশ করিয়ে আনতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসারের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
</table>

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

সভাকে মহাপরিচালক (অঃদাঃ), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান,

ক) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি এ বিভাগ হতে ২২.১২.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির পিইসি সভা ১৯.০৫.২০২১তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তা স্থগিত করা হয়। স্থগিত পিইসি সভাটি ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ) Modernisation of DNC-প্রকল্পে প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি/যানবাহনের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও বাজারদর যাচাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

গ)বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগের বিদ্যমান ৩য় তলা ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ) চট্টগ্রাম টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্র মূল্যায়নের পর সকল দরদাতার অনুকূলে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

ঙ) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পুনর্গঠিত ডিপিপি ১২.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭.০৫.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তা স্থগিত করা হয়। স্থগিত পিইসি সভাটি ৮ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চ) ৬২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭.০৯.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে রেজুলেশন পাওয়া গেছে। ডোপটেস্ট বিধিমালা আইন মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিধিমালাটি অনুমোদিত হলে/গেজেট জারি হলে বিধিমালা অনুযায়ী ডিপিপি'টি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে।

ছ)প্রথম পর্যায়ে বিভাগীয় শহরগুলো ব্যতীত অন্যান্য বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।

জ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পরে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য একটি সেমিনারও আয়োজন করা হয়েছে।

ঝ)সংশোধিত খসড়া ডোপটেস্ট বিধিমালা ২০২১ ০৬.০৪.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঞ)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২০-এর খসড়া এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১৩.০১.২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২)Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;

৩) ৪টি বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৩য় তলার ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

৪)৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা অনুষ্ঠানের দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;

৫) ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;

৬) বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি পিডব্লিউডি-এর সাথে যোগাযোগ করে সেপ্টেম্বর,২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

৭)মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদক সেবীকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার পাশাপাশি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে মাদকসেবীদের জন্য বিশেষ কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা যায় কিনা সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।

৮)ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৯)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন

		করতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;	
	নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে ক) প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় প্রাথমিকভাবে ২০.৩৪৮০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮.০৩.২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০ (তেইশ কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।	১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে জমি অধিগ্রহণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	**বাস্তবায়িত**	...
	২০.০১.২০১৯তারিখেরপূর্বের নির্দেশনাসমূহওআলোচনা :		
	নির্দেশনা-১: সোনা/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা। **ক) জুন, ২০২১ হতে আগস্ট,২০২১-এর অভিযান নিম্নরুপ:** **মাসের নাম — অভিযান সংখ্যা** **জুন, ২০২১ — ৬,৩৫৩** **জুলাই, ২০২১ — ৪,৩৯০** **আগস্ট, ২০২১ — ৬,৪৯৩** **মোট = ১৭,২৩৬** খ) প্রতি পাক্ষিকে সিসাবার সমূহে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করাহচ্ছে। গ) আগস্ট, ২০২১-এ ঢাকা শহরের ৫টি সিসাবারে (The Mirage A Test of Multi Cuisine, QDS, থার্টি টু ডিগ্রী, ঢাকা রিজেন্সী হোটেল এন্ড রিসোর্ট লি: ওবেস্ট লোল্ডিং সলি:) অভিযান পরিচালনা করা হয়। তন্মধ্যে The Mirage A Test of Multi Cuisine, QDS ও থার্টি টু ডিগ্রী প্রতিষ্ঠান তিনটি ব্যতীত অন্য প্রতিষ্ঠান গুলো বন্ধছিল। থার্টি টু ডিগ্রী প্রতিষ্ঠান হতে ০৩.০৮.২০২১ তারিখ এবং The Mirage A Test of Multi Cuisine ও QDS প্রতিষ্ঠানদু'টি হতে ০৪.০৮.২০২১ তারিখ সীসার নমুনা সংগ্রহপূর্বক কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১টি বার লাইসেন্স এর আবেদন পাওয়া গেছে। তবে কোন লাইসেন্স প্রদান করা হয়নি।	১) সিসাবার সহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে; ২) সিসাবার সমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাইপূর্বক প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপনসহ প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহতরাখতে হবে; ৩) বার লাইসেন্সের যেসব আবেদন পাওয়া গিয়েছে সেগুলো যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেদ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ পর্যন্ত বার লাইসেন্স বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্র, পেন্ডিং ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যাদি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। ক) ৯ম গ্রেড হতে গ্রেড-১ পর্যন্ত কর্মকর্তাগণের রেশন প্রদানের বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫ অক্টোবর২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত** ১)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতেঅর্থ মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা। ক)আগস্ট-২০২১ এ ৩০টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহে কিছু কিছু নিরাময় কেন্দ্রে বিরুপ মন্তব্য থাকায় তা সংশোধন করার জন্য স্ব-স্ব বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। খ) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন চুড়ান্ত করা হয়েছে। ৯১টি নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের অনুকুলে ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এখাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ০৪.০৪.২০২১ তারিখে ডিজি, ডিএনসি'র সভাপতিত্বে এ সংক্রান্ত যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৩৭টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ খাতে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।	১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় যে সকল মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে সেগুলোর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। লাইসেন্স প্রদানের শর্ত অনুযায়ী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সাপোর্টসহ চিকিৎসা প্রদানের জন্য সক্ষমতার বিষয়টি যাচাই করতে হবে, কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অসংগতি থাকলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতি মাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে। ২) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সমূহ পরিদর্শনকালে পরিদর্শন সূচি কোন ক্রমেই পূর্বে অবহিত না করে অতর্কিতে পরিদর্শন করতে হবে,গতানু গতিক ভাবে পরিদর্শন করা যাবে না, তাদের চলমান কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে, কোন অনিয়ম থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, সুনির্দিষ্ট সমস্যা ও সম্ভাবনা চিন্তিত করতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি এ বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে; ৩)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের অবশিষ্ট কার্যক্রম এ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। ক) মিয়ানমারের সঙ্গে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক সভা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে ইয়াবার প্রবাহ বন্ধ করার অনুরোধ করা হয়েছে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছে। ৪র্থ বৈঠকটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় পরবর্তীতে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে সুবিধাজনক সময়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ আয়োজত হওয়ায় মিয়ানমার থেকে সভা করার প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খ) বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার-এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২০.০১.২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে; ২)অনুরূপভাবে ডিসিডিএম পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে; ৩)ভারত ও মিয়ানমার-এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৫ :মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৮ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	**বাস্তবায়িত**	...
২.৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ** **২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :**		
	নির্দেশনা-১: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। **সভায় মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান,** ক) ০২.০৫.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি-উপর যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৯.০৮.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/প্রস্তাব মতে ডিপিপি সংশোধন করে সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; ২)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প কার্যক্রম আগস্ট, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনারপর কতটি অ্যাম্বুলেন্স ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এ যুক্ত হয়েছে তার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**

	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টার সমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। ক) দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান। খ) ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপিপুনর্গঠন কাজ চলমান। গ) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা-থানা সদর-স্থানে ৪৮টি ফায়ারস্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান।	১) দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণউপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকাবিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম আগস্ট, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২) ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ৩)গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরিত ডিপিপি সমূহের কার্যক্রম কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে তাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্নকরতে হবে। ৪)ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা-থানা সদর-স্থানে ৪৮টি স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপির পুনর্গঠন কার্যক্রম সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**

	নির্দেশনা-৩ :ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ক) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট কর্তৃক ২৫.০২.২০২১ তারিখে উক্ত একাডেমির নাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। খ) প্রস্তাবিত ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি" স্থাপনের জন্য নির্বাচিত ১০০.৯২ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ২২.০২.২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ-এর অনুকূলে অগ্রিম ১০০ কোটি টাকা এবং চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৫০.৯৬৪ কোটি টাকা পরিশোধের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ১৫০.৯৬৪ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবরে পরিশোধের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান। গ) প্রকল্পের ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং আগামী ১৪.০৬.২০২১ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় যথারীতি উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে; ২) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) নির্ধারিত সময়ের মধ্যেসম্পন্ন করতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	নির্দেশনা-৪: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। ক) বিদ্যমান পদ সমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদ সমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয়েঅর্থ বিভাগ হতে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। খ) ২৪.০১.২০২১ তারিখে 'ফায়ারম্যান' পদের নাম পরিবর্তন করে 'ফায়ারফাইটার' নামকরণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন-বাস্তবায়িত।** ১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রমদ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২) সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম বিষয়ে গঠিত কমিটিকে এ মাসের মধ্যে সভা করে দ্রুত সুপারিশ চূড়ান্ত করতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**

	নির্দেশনা-৫: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সমন্বয়ে ১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে ডিপিপি পুর্ণগঠন করে ১২.০৭.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়।এ বিভাগ কর্তৃক ২৫ জুলাই ২০২১ তারিখের পত্রে কিছু অবজারবেশন দিয়ে পুনরায় ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন চলমান আছে। খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটি এ বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে; বাস্তবমুখী ও যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২)যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষা পূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত আন্তমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	২০.০১.১৯তারিখেরপূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		

	নির্দেশনা-১: নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ি এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা প্রেরণের জন্য ২৫.০৪.২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যেসকল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হবে তার তালিকা পাওয়ার পর সেসকল ইকুইপমেন্ট বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নি নির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধিশীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। গ) এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের জন্য যেন Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হবে।	১) দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কতটি টিটিএল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রদান করবে তা এ বিভাগের মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ করে নিশ্চিত হতে হবে; ২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন এফএসসিডি কর্তৃক সংগ্রহকরা না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের জন্য যেন Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুতও প্রেরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**

	নির্দেশনা-২: বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগপ্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। ক) ডুবুরি ইউনিটের জন্য আরো ২২৪টি পদ সৃজন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ-এর সচিব মহোদয়ের সাথে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাক্ষাৎ সূচির তারিখ নির্ধারণে মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং যুগ্মসচিব, অগ্নি অনুবিভাগ-এর ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। খ) এস্টাব্লিশমেন্ট অব বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালটি জেনারেল হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহারের উপযোগিতা যাচাইয়ের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির আহ্বায়ক জনাব ইসরাত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ) মহোদয়ের নেতৃত্বে ২৪.০৮.২০২১ তারিখে কমিটির সদস্যগণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-১০ স্থাপিত বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।	১)ডুবুরি পদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থবিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবেএবং গৃহীত পদক্ষেপ ওসম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্স সংলগ্ন ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ইউনিট হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রুপান্তর করার যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :		
	প্রতিশ্রুতি-১: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। *বাস্তবায়নাধীন ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	*বামুন্দী (গাংনী)-মেহেরপুর: **বাস্তবায়িত।** **মুজিবনগরঃ** ১) মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে;	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। ক) চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত জমি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ-এর চাহিত ১,১৮,২২,৭৩৮/৪০ (১ কোটি ১৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৩৮ টাকা ৪০ পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়। খ) উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টে ১৪৬/২০১৩ এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।	১) চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিস্পত্তি করার যথোপযুক্ত উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	প্রতিশ্রুতি-৩: ত্রিশাল,গৌরিপুরওনান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন। ক) গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	***ত্রিশাল ও নান্দাইল**—বাস্তবায়িত। ১) গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনটি উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**

	প্রতিশ্রুতি-৪: সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। ক)ধর্মপাশার পূর্তকাজ১০০% সম্পন্ন হয়েছে খ) দোয়ারাবাজার ফায়ার স্টেশনের পূর্ত কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। গ)তাহিরপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্ত কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	১)ধর্মপাশা,দোয়ারাবাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনগুলো দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	
	প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। ক) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	*বেতাগীও বামনা-**বাস্তবায়িত।** ১)বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলারফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। ক)বাস্তবায়নাধীন ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। খ)বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে।	১)চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) ও ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	প্রতিশ্রুতি-৭: কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে। ক) ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। খ) ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের বিকল্প জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৩.০৭.২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	১)ফুলবাড়ী,রাজারহাট ও রাজিবপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশন গুলো চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে; ২)ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন স্থাপন। ক) কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	*টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-**বাস্তবায়িত।** ১) গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নিঅনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা।	**বাস্তবায়িত**	
২.৪	**কারা অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ :কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ	১)ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর উদ্বোধনকৃত	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ**

	কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **কারা অধিদপ্তরের আইজি প্রিজন কর্তৃক সভাকে জানানো হয়, কারাগার গুলোতে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ** ক) কেরাণীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর জনবল সৃজনের প্রস্তাব ১৩.০৪.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগ হতে ১৯.০৫.২০২১ তারিখে উক্ত জনবল সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খ)ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্পঃ বাস্তবায়নের মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি ১১.০৫.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আরডিপির উপর পরিকল্পনা কমিশন থেকে কিছু সংশোধনী দেয়া হয়েছে। সে মোতাবেক আরডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আরডিপিপি ২৮.০৭.২০২১ তারিখ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গ)কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্পঃ বর্তমান অগ্রগতি ৬.৪৬%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১-এ সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত আছে। ঘ) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি ১২.০৫.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১১.০৮.২০২১ তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছ। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঙ)কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী প্রকল্প-(জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১)-এর মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি ২৪.০৩.২০২১ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আরডিপির উপর পরিকল্পনা কমিশন থেকে কিছু সংশোধনী দেয়া হয়েছে। সে মোতাবেক আরডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।সংশোধিত আরডিপিপি ২৮.০৭.২০২১ তারিখ-এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে পুনরায় কিছু সংশোধনী দেয়া হয়েছে। সে মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনীর কাজ চলমান। চ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পঃময়াদ- প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩.১৭%। ছ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জ)সকল জরাজীর্ণ কারাগারকে সংস্কার/আধুনিকীকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে । ঝ) ৯টি কারা আইসোলেশন সেন্টারের মধ্যে ৮টি কারা আইসোলেশন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সেখানে কোভিড-১৯ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ঞ) ধারণক্ষমতা ও বাস্তবতার নিরীখে কেন্দ্রীয় কারাগার ও জেলা কারাগারগুলো বিভিন্ন স্তরে বিন্যাসপূর্বক একই অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব ৩ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত করা হচ্ছে।কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুতের সময় আরো ১ মাস বর্ধিত করার জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ২৮.০৬.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ১৯.০৭.২০২১ তারিখে উক্ত সময়সীমা ১৮.০৮.২০২১ তারিখ	মহিলা কারাগারে জনবল পদায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২) ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর নির্মাণকাজের অবশিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৩)কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে শেষ করতে এখন থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৪)নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে এখন থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৫) জামালপুর জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজ জনক নয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে এখন থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৬)সকল জরাজীর্ণ কারাগার সমূহকে একসাথে করে এগুলো মেরামতের জন্য ১টি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ৭)ধারণক্ষমতা ও বাস্তবতার নিরীখে কেন্দ্রীয় কারাগার ও জেলা কারাগারগুলো বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করে সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে এ বিভাগে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	**প্রধান।**

	পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবনা দাখিল করা মাত্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবনা ২৯.০৮.২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। যা যাচাই করা হচ্ছে, শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।		
	নির্দেশনা-২: কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। ক) কারাগার সমূহে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য 'অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি আ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখা হয়েছে। খ) Technical Specification প্রণয়নের জন্য ০৫.০৫.২০২১ তারিখে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেতা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩.০৬.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গ) ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে কারিগরি বিনির্দেশ প্রণয়ন করা হয়েছে।	১) পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি চূড়ান্ত করণের বিষয়ে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) কারাগারে পণ্য/সেবা ক্রয়/সংগ্রহ-এর সময় কারিগরিবিনির্দেশ (Technical Specification)প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে কোন নিদির্ষ্ট সাপ্লাইয়ারকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মানসে উদ্দ্যেশ্য প্রণোদিত বিনির্দেশ না বানিয়ে পিপিআর আইন মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে বিনির্দেশ প্রস্তুত করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩। কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ক) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান। প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS)নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	১) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত করে এ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ক) কারাগারে বর্তমানে ৫ জন চিকিৎসক প্রেষণে এবং কোভিড-১৯-এর কারণে সাময়িক ভাবে ১১০জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।	১)কারা হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার/নার্স নিয়োগের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ২) কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগের বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩)কাশিমপুর কারাগারের ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ২০০৪ সালে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ হাসপাতালে মেডিকেল পারসন, ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল পদায়ন করা হয়নি। এ হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার লক্ষ্যে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক অগ্রগতি এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখে পূর্বের নির্দেশনা সমূহ :		

	নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। ক) ২,১৭৩টি মামলায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা বর্তমানে ১,৯৯৮ জন (০১.০৮.২০২১)। খ) মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দিদের উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সমন্বিত ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির ১২তম সভা০১.০৩.২০২০তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদালত হতে সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান। গ) এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল-মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। ঘ) মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদিদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট, আপীল বিভাগে পেন্ডিং মামলাগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে অ্যাপিল্যাট ডিভিশনে ১০২টি মামলা চলমান আছে। ঙ) অ্যাপিলেট ডিভিশনের মামলাগুলোর অগ্রগতি সর্ম্পকে এ্যাটর্নি জেনারেল এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। চ) অ্যাপিলেট ডিভিশনের ২৩৭ জন বন্দির অনিস্পন্ন মামলার মধ্যে কোন মামলা কত বছরের পুরানো তার তালিকা প্রতি মাসে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	১)মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি, মামলাগুলো নিস্পত্তি করণে কারা অধিদপ্তর ও এ বিভাগ হতে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। ২) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩)হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টে চলমান আপিল মামলাগুলোর বিষয়ে নিয়মিত দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৪)অ্যাপিল্যাট ডিভিশনের মামলাগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে এর্টনি জেনারেল-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৫)অ্যাপিল্যাট ডিভিশনের ১০২টি মামলার মধ্যে কোন মামলা কত বছরের পুরানো তার একটি তালিকা প্রস্তুতপূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতনকারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। **বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।** ক) ইতোমধ্যে কনসালটেন্ট (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) নিয়োগ করা হয়েছে, এঁরা পরামর্শ দিবে ও ডিজাইন প্রণয়ন ও সুপারভিশন করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) কর্তৃক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে ভেটিং-এর জন্য পিউব্লিউ-তে আছে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী (ইএনসি) বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে অপসারণযোগ্য ৯৫টি ভবনের মধ্যে ৭৫টি ভবন অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয়-৬০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-০.৫০%। খ) ২৩.০২.২০২১ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ডিজাইন গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে স্ট্রাকচারাল ভেটিং সম্পন্ন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইএনসি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ইতোমধ্যে কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।	১)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদনকরতে হবে; ২)প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করে সময়ে সময়ে ফলো আপ করতে হবে এবং মাসিক সভায় এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। **মোট কারারক্ষী** | **প্রশিক্ষণগ্রহণকরী** | **চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম** | **অবশিষ্ট** ৮,৬৪৭ | ৪,১৭২ | -- | ৪,৪৭৫	১)কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। ১) কম্বল ফ্যাক্টরি অপসারণের কার্যক্রম। **বাস্তবায়িত।** ২) তবে সিভিল রিভিশন নং-২৪০৯/২০১৯ এর রায়ের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম-মী উলেন মিলস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ১১৯৯/২০২১ দায়ের করা হয়েছে। আগামী ০৭.১১.২০২১ তারিখ মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য রয়েছে।	১) মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিংসহ তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতিনা হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ :		

	প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।) ক) কয়েদিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% মজুরি সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা ০৫.০৫.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এ সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনার নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব(কারা অনুবিভাগ)কে আহ্বায়ক করে যুগ্মসচিব (অগ্নি অনুবিভাগ), অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (কারা অধিদপ্তর), উপসচিব (মাদক-১) ও উপসচিব (কারা-১)কে সদস্য করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সভা ১৯.০৫.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খ) অঞ্চল ভিত্তিক শিল্প বিকাশের স্বার্থে বন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি চলমান রয়েছে।	১)বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)যে এলাকায় যে ধরণের শিল্পের বিকাশ সে ধরণের পণ্য উৎপাদন করার জন্য উদ্যোগগ্রহণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।	**বাস্তবায়িত**	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ। ক) কারাগারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩১৩০ সংখ্যক জনবল সৃজনের প্রস্তাব মূল অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব কারা অধিদপ্তর ০৯.০৭.২০২০ তারিখ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ১৬.০২.২০২১ তারিখ বিশেষ কারাগার, কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা কারাগার এবং অন্যান্য ইউনিটসমূহকে একই অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করে। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রস্তুত করার নিমিত্ত কমিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবনা প্রস্তুতের সময় আরো এক মাস বর্ধিত করার জন্য ২৮.০৬.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। খ) তৎপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১৯.০৭.২০২১ তারিখ এর মাধ্যমে উক্ত সময়সীমা ১৮.০৮.২০২১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অবহিত করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবনা দাখিল করা মাত্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগ বিধি (কর্মকর্তাওকর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন। ক) কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও বন্দি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ, কেরাণীগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।	১) ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। **-বাস্তবায়িত-**	--	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ক) কারাগারে আটক বন্দিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। খ) কারাগারে আটক কয়েদি বন্দিদের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। গ) কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকী করণের লক্ষ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগস্থ ৩২টি কারাগারে বিভিন্ন নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিভাগস্থ কারাগারসমূহে উক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঘ) কারা বন্দিদের সংশোধনের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে কারা আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Bangladesh Prisons and Corrcetional Services Act-২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ঙ) দেশের কারগার সমূহে যাতে মাদকদ্রব্য প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তায় মাদকবিরোধী মত বিনিময় সভার আয়োজন করে বন্দিদের মাদক গ্রহণে শারীরিক ও মানসিক কুফল সম্পর্কে বিশেষ ধারণাসহ মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। চ) মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ২৭.০৬.২০২১ তারিখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ফলোআপ করা হচ্ছে। ছ) কারারক্ষীদের আবাসিক ভবনে মাদক অনুপ্রবেশ বন্ধে মাঝে মাঝে আকস্মিক পরির্দশনের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ২৫.০৮.২০২১ তারিখে সকল কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে: ২) কারাগারকে মাদক মুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি-এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য মাদকবিরোধী উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে; ৩) কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করতে হবে; ৪) কারারক্ষীদের আবাসিক ভবনে মাদক অনুপ্রবেশ বন্ধে মাঝে মাঝে আকস্মিক পরির্দশন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ক) দেশের ৩০টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১০ হাজার ৮৭২জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	১)কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডেপ্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে। **আংশিক বাস্তবায়িত।** ক) কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।শুধুমাত্র জ্যামার ক্রয়ের কার্যক্রম অবশিষ্ট আছে। জ্যামার-এর দরপত্র মূল্যায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। খ) কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। গ) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের ‘ই-জুডিশিয়ারি’ প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	১) কারা নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা আধুনিকী করণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প-এর অবশিষ্ট কাজ শেষ করতেনির্ধারিত সময়ের মধ্যেপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩)কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি ও কেরাণিগঞ্জ কারাগার ২টিতে স্থাপিত ভার্চুয়াল কোর্টে কারাবিধি অনুসরণ করে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে; ৪)৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯: কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক) কারা অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগবিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। খ) কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুতের সময় আরো এক মাস বর্ধিত করার জন্য কারা অধিদপ্তর ২৮.০৬.২০২১ তরিখ এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ১৯.০৭.২০২১ তারিখ এর মাধ্যমে উক্ত সময়সীমা ১৮.০৮.২০২১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অবহিত করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবনা দাখিল করা মাত্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত পূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-১০: যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। ক) দেশের সকল কারাগারে মোবাইল বুথ স্থাপনের জন্য "দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন" শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি ফোন বুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন করে ২৯.০৬.২০২১ তারিখ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খ) প্রকল্পের আওতায় টেলিফোন বুথ ও টেলিফোন লাইন সংস্থাপন পরিচালন ও বাস্তবায়ন কার্যাদি সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব ডিপিপিতে প্রতিফলনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক টেলিটক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের প্রস্তাব পাওয়া গেলে ডিপিপি সংশোধন করা হবে। গ) স্বজন লিংকে ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধা রাখা হবে। ঘ) কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুমোদনক্রমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১) কারাবন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধাসহ স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২) ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালার বিষয়ে চাহিত মতামত যে সকল দপ্তর/সংস্থা হতে পাওয়া যায়নি সে সকল দপ্তর/সংস্থাকে তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৫	**ইমিগ্রেশনওপাসপোর্ট অধিদপ্তর:** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১:ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।(ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ পর্যন্ত)। ক) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সভাকে জানান, দেশের সকল আরপিও-তে ই-পাসপোর্ট চালু করা হয়েছে, প্রতিদিন ১০,০০০ পাসপোর্টের আবেদন পত্র এনরোলমেন্ট করা হচ্ছে, কোভিড-১৯-এর পরিস্থিতি জনিত কারণে বিদেশের মিশনগুলোতে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো বলেন, বিদেশস্থ মিশনে ই-পাসপোর্ট চালুকরণ বিষয়ে একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। খ) সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) হতে প্রাপ্ত ই-ভিসা সংক্রান্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মতামত ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ০৪.০৫.২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গ) ই-ভিসা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০ জুন ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান Sharjah Investment and Development Authority(Shurooq) ও SITA, জার্মান কোম্পানী Veridosএবং ফ্রেঞ্চ কোম্পানী Thales Group-এর প্রস্তাব অত্র অধিপ্তরের প্রেরণ করত: মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতদবিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। তৎপ্রেক্ষিতে, ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ০১.০৮.২০২১ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৫.০৮.২০২১ তারিখে আরও কিছু বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য উক্ত ৩টি কোম্পানীতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত কোম্পানী ৩টি ৩১.০৮.২০২১ তারিখের মধ্যে জবাব প্রদান করে যার তুলনামূলক প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যেসম্পন্ন করতে হবে; ২)e-Gate Software Installation-এর অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৩) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৪)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তাওবহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

	ঘ) ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও ২টি স্থলবন্দরে মোট ৫০টি ই-গেট স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫টি ই-গেট স্থাপন (Departure-এ১২টি এবংArrival-এ ৩টি) করা হয়েছে। ৩০.০৬.২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীহযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেই-গেইট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ঙ) ২৫.০৬.২০২১তারিখে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে ৬টি ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। চ) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর,সিলেট-এ ৬টি ই-গেইট এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউন্সে ২টি ই-গেইট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ছ) প্রধান কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করার জন্য রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে গণপূর্তবিভাগের মালিকাধীন এফ-১৪/বি নং প্লটে ১০ কাঠা জমি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত জমিরমূল্য ০৮.০৬.২০২১ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে। তবে উক্ত বরাদ্দকৃত জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এফ-১৪/বি প্লটের সাথে পার্শ্ববর্তী এফ-১৪/এ নম্বর (১০কাঠার) প্লটটি বরাদ্দের জন্য ১১.০৫.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩০.০৫.২০২১তারিখে সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর ডি.ও. লেটার প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত জমি বরাদ্দের বিষয়ে মতামত জানানোর জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ১৫ জুন ২০২০ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জ) স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে ২০.০৬.২০২১তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে যে, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিকএলাকায় সর্বশেষ মাস্টার প্লান অনুসারে এফ-১৪/এ প্লটটি বরাদ্দ বিহীন অবস্থায় আছে। উক্ত পত্রে আরও অবহিত করা হয়েছে যে, এফ-১৪/এ প্লটটি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দের বিষয়টি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। ঝ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৫ জুন ২০২১ তারিখের পত্রের আলোকে মতামত প্রেরণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে নির্বাহী প্রকৌশলী সার্কেল-২, শেরে বাংলা নগর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০.০৬.২০২১ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, সার্কেল-২, শেরে বাংলা নগর কর্তৃক মতামত/প্রতিবেদন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	৫) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন বিষয়ে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক অফিসের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সমন্বয় সভাকে অবহিত করতে হবে।	
	নির্দেশনা-২:পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়িত**		**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তাওবহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৩ :ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ক) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। জায়গা নির্বাচিত না হওয়ায় তা ফেরত প্রদান করা হয়। তবে, সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক 'ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য কেরাণীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক-এর পাশে নোয়াদ্দা বাগৈর মৌজার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৫৮৬ শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র অধিদপ্তর হতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ২৯.০৭.২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।	১)প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্যজমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তাওবহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতিপূর্বেপ্রদত্তনির্দেশনা:		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	--
	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	--
	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	**বাস্তবায়িত**	--
	নির্দেশনা-৪ : সারা দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে।	**বাস্তবায়িত**	--

৩। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগত মান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.১৬.০০১.১৭.২২১

তারিখ: ৫ আশ্বিন ১৪২৮
২০ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব